. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-২৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, ব্রাদার্স
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৯শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠ শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
২১শে জুলাই, ১৯৮২ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

মহকুমায় খরায় ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০ কোটি টাকা

প্রণব দাস ঃ জঙ্গিপুর মহকুমায় প্রচণ্ড খরায় প্রায় ১০ কোটি টাকার মত ফসলের ক্ষতি হয়েছে বলে জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা যায়। এও জানা যায় যে মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গিপুর মহকুমাতেই ফসলের ক্ষতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। ফসলের ক্ষতির সঠিক পরিমাণ এবং এই মুহূর্তে কি করে খরার মোকাবিলা করা যায় এই নিয়ে জেলা শাসক দপ্তরে জরুরী বৈঠকও হয়ে গেছে। এই খরা কি ভাবে মোকাবিলা করা যাবে জেলা শাসক, জেলার সভাধিপতি, কৃষি আধিকারিকেরা কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। কারণ জেলা শাসক দপ্তরে যা অর্থ এসেছে তা অতি সামান্য। এই সামান্য অর্থ থেকে কোন মহকুমাকে কত পরিমাণ দেওয়া হবে তা ঠিক করতে পারেন'ন। মুর্শিদাবাদের খরার বিস্তারিত রিপোর্ট ফ্রন্টের দুই মন্ত্রী নাকি নিয়ে গেছেন এবং এও বলে গেছেন— যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাট, ধানের যে সব জমিতে ক্ষতি হয়েছে তাদের অন্য শস্য বোনার জন্য বলা হবে। এবং যাতে সামগ্রিক সুফল পাওয়া যায় তার জন্য যে সব এলাকায় ডিপ টিউবয়েল ও স্যালো খারাপ হয়ে আছে সেগুলি মেরামত করার নির্দেশেও দেওয়া হয়েছে। সাগরদীঘি থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন এই ব্লকে এখনও প্রচণ্ড খরা চলছে। সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে মাঠের আউশ ধান, পাট এবং খরিফ আমন বীজ জমিতে পুড়ে শেষ হয়ে গেল। সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে—কখন একটু বৃষ্টি হবে, ধান, পাট, বীজ বাঁচবে এবং জমিতে বর্ষার লাঙ্গল নিয়ে যাবে। চাষীদের ঘরে পুনরায় বীজ ফেলার মত বীজ আর নাই। সাগরদীঘি ব্লকের কৃষি ফার্মের বীজও শেষ হতে চলেছে। আবার দেরীতে বোপণ করা অধিক ফলনশীল ধানও হবে না। অনেক এলাকায় পুকুরের জল নিঃশেষ, সেচ এলাকাতেও জল নাই। বিশেষ করে রাঢ় এলাকার অবস্থা আরও শোচনীয়।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'ভয় দেখিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে পুলিশ'

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভয়-ভীতি ও পদের প্রভাব খাটিয়ে সুতির কাদোঁয়া বীট হাউসের একজন এ এস আই-সহ কয়েকজন কনষ্টেবল চুটিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। এর বিরুদ্ধে এম এল এ'র মাধ্যমে জেলা পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ঐ বীট হাউসের চার্জে রয়েছেন এ এস আই মঙ্গল হেমব্রম। অভিযোগ তিনি গত তিন মাসে গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়ে এবং জোর জবরদস্তি করে একটি বেসরকারী বীমা সংস্থার প্রায় সোয়া দু'লক্ষ টাকার পলিসি করিয়েছেন। তিনি তাঁর স্ত্রী মালতার নামে এই কাজ করছেন। গত মাসে ১২,২২২ টাকার আদায় দিয়ে তিনি ৪,২৫০ টাকা ক'মশন বাবদ পেয়েছেন। এছাড়া পেয়েছেন একটি ব্রিফকেস ও নগদ ১ হাজার টাকা। এই পলিসি করার জন্য ঐ পুলিশ অফিসার নাকি অনেককেই মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বীট হাউসের আর এক কনষ্টেবল দুলাল অধিকারী বহুতালী গ্রামে কষাইখানা খুলে ব্যবসা চালাচ্ছেন। জনৈক

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হোমগার্ডদের অভিযোগ ঃ 'পুলিশ ইন্সপেক্টর সম্মানসূচক ব্যবহার করছেন না'

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের পুলিশ ইন্সপেক্টর পঙ্কজকুমার বাগচীর সঙ্গে হোমগার্ড দর সম্পর্কের ক্রমাবনতি ঘটেছে। অভিযোগ উঠেছে, শ্রীবাগচী হোমগার্ডের মহকুমা কমাণ্ডার পদ থেকে অশোক চ্যাটারজিকে সরাতে উঠে পড়ে লেগেছেন। সম্প্রতি হোমগার্ডদের পক্ষ থেকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে এ্যাডিশনাল এস পি'র কাছে অভিযোগপত্র পেশ করা হয়েছে। তাতে পুলিশ ইন্সপেক্টরের আচার-আচরণ সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে। বহু চেষ্টা করেও বহরমপুরে এ্যাঃ এস পি রজত বাগচীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারায় এ সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। পুলিশ ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ, ঐ অফিসার নাকি হোমগার্ডদের সঙ্গে সম্মানসূচক ব্যবহার করছেন না। এবং বিধি বহির্ভূতভাবে তাদেরকে দিয়ে কাজ করা চ্ছেন। সি আই অফিসে একজন হোমগার্ডকে সুতি থেকে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এক বছরে জঙ্গিপুর থেকে ৪০ মেয়েকে বিহারীরা কিনে নিয়ে গেছে

বিশেষ সংবাদদাতা : এক বছরে জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রায় ৪০ জন যুবতীকে বিহারীরা মোটা অংকের টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে গেছেন। মেয়েগুলিকে বিয়ে করে নিয়ে গেলেও তাদের অনেকেরই শেষ পর্যন্ত খোঁজ খবর মিলছে না। কেও কেও আবার শতেক যন্ত্রণা সহ্যের পর ফিরেও এসেছে। সুজাপুর, চরকা, সাইদাপুর, সোনাটিকুরি, আহিরণ, সুতি, সামসেরগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম থেকে নিয়ে যাওয়া এই সব মেয়েদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েই রয়েছে। অবশ্য বেশ কিছু মেয়ে বিহারে ঘর-সংসার পেতে বেশ সুখে-শান্তিতেই আছে। সন্দেহ এক বিশেষ চক্র এই মেয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে জড়িত। এই চক্র গ্রামে গ্রামে আস্তানা গেড়ে গরীব মেয়ের বাবাদের অর্থের লোভ দেখিয়ে প্রলোভিত করে। তারপর বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে মেয়ে নিয়ে চলে যায়। এরা খরচপত্র 'দয়ে প্রায় দিন পনেরো শ্বশুর ঘরে থাকে। তারপর আর তাদের খোঁজ মেলে না। কোন কোন মেয়েকে নাকি এরাই আবার অন্য চক্রের হাতে তুলে দেয় বহু অর্থের বিনিময়ে। পুলিশের জনৈক মুখপাত্র জানান তারা এই মেয়ে চালানের ঘটনাগুলি সম্পর্কে অবহিত হলেও তাদের কিছু করার নেই। কারণ বিহারীদের সঙ্গে বাঙালী মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার কোন আইনগত বাধা নেই। তাছাড়া মেয়ের বাবারা পণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মেয়েকে সংসারী করতে গিয়ে এই রাস্তা নিয়েছেন। সমস্ত ঘটনা ঘটছে অত্যন্ত গরীব ঘরে। এ সম্পর্কে গত এক বছরে পুলিশের কাছে তেমন কোন অভিযোগ আসেনি। এই ভাবে বহু বিয়ে করা এক বিহারী যুবক জানান, 'বিহারে মেয়ের সংখ্যা কোন কোন এলাকায় বেশ কম বলেই তারা এখান থেকে মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে তাদের কোন অসৎ উদ্দেশ্য নেই।'

রোমিওদের অত্যাচার

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত কিছুদিন থেকে জঙ্গিপুর শহরের স্কুল ফেরতা কিশোরীরা বাঁধের ধারের কাছে একদল রোমিওর অত্যাচারে আতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এরা সকলেই সংশ্লিষ্ট এলাকার কুখ্যাত যুবক। তাই মেয়েরা তাদের কার্য্যকলাপের প্রতিবাদ করতে ভয় পাচ্ছে। পুলিশকে ঘটনা জানানো হয়েছে। কিন্তু এর কোন প্রতিকার এ পর্যন্ত হয়নি বলে জানা গেছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৯ সাল।

এই কি শ্রাবণ ?

কবির সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিতে হয়—'শ্রাবণ আকাশে ওই দিয়েছি পাতি মম/জল ছলছল আঁখি মেঘে মেঘে'। তবে কবির যে মন এবং যে জন্য 'জল ছলছল আঁখি,' তাহা কিন্তু এখানে খাটে না। আজিকার শ্রাবণ আকাশ মেঘমেদুর সত্য ; তবে বৃষ্টিগর্ভ তেমন নয়। কখনও ঝমঝম, কখনও রিমঝিম—ক্রন্দসী-পথচারী মেঘের সে মানসিকতা নাই। গত দুই একদিনে যে সামান্য বৃষ্টি আঞ্চলিক ভিত্তিতে হইয়াছে, তাহা মৃত্তিকার মরুতৃষ্ণায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বীজতলার বীজচারা যাহা বিশুষ্ক, তাহার পুনরুজ্জীবন ত হইবে না। আবার নূতন করিয়া বীজ ফেলিয়া চাষ তৈয়ারীর সুযোগও সম্পূর্ণ মিলিতেছে না। চাষীর 'জল ছলছল আঁখি' শ্রাবণ মেঘ দেখিয়া এই জন্যই।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেরই অবস্থা ভাল নয়। বাগড়ি অঞ্চলের ধান পাট প্রায় মৃত ; এই বৃষ্টিতে সেগুলি কিছু বাঁচিতে পারে। কিন্তু রাঢ় বঙ্গ যে তিমিরে সেই তিমিরে।

আকাশে মেঘের সঞ্চার হইতেছে। কিন্তু বৃষ্টিদানের মেজাজ মেঘের নাই। হয়ত এই শ্রাবণের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিক হইতে বৃষ্টি নামিবে। কিন্তু বীজতলায় বীজচারা তৈয়ারী হইতে ভাদ্র মাস আসিয়া পড়িবে। 'ভাদ্রের চাষ কিস্‌কে' বলিয়া পল্লীপ্রবচন আছে, অর্থাৎ সেই চাষে ধানের ঝাড় বাঁধে না, তাই সামান্যই ফলন হয়।

এই যদি অবস্থা হয়, তবে নিঃসন্দেহে আগামী খরিফ মরশুম অন্ধকারময়। আর সেই অদূর ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া প্রত্যেকেই চিন্তাকুল।

॥ ভিন্ন চোখে ॥

পরাণ মোড়লের মন মেজাজ খুবই খারাপ। ঘরে অসুস্থ বুড়ো বাপ। সঞ্চিত খাবার ফুরিয়ে আসছে। অথচ বাড়িতে খাবারের মুখ অনেক। বৌয়ের আবার ভাদ্র মাসে বাচ্চা হবে। অর্থাৎ সংসারে খাবারের মুখ আর একটি বাড়ছে। জমি থেকে এবার কিছু আসবে না। প্রচণ্ড খরায় সব গেছে শুকিয়ে।

এ চিত্র শুধু পরাণের ঘরে নয়। গ্রাম বাংলার সর্বত্র। আষাঢ়ের মেঘ এবার গ্রীষ্মের মেঘ হয়ে দেখা দিয়েছিল। এসেছে শ্রাবণ। বাতাসে বৃষ্টির আভাস পেলেও বর্ষা ঠিক নামেনি। জলের জন্য সর্বত্র হাহাকার। বীজতলা এখন শুষ্ক বিবর্ণ।

দৈত্যের স্বার্থপরতার জন্য বসন্ত তার বাগানে আসেনি। ফুল ফোটেনি। ফল ধরেনি। পাখী বন্ধ করেছিল তার গান। জানিনা বর্ষারাণীর কাছে আমাদের কি অপরাধ হয়েছে। বিজ্ঞ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা বলছেন কলিতে পাপের কলস পূর্ণ হতে চলেছে। এসব তারই সূচনা। কিন্তু আমাদের মন এটাও পুরোপুরি মেনে নিতে পারে না। বিজ্ঞান সমর্থিত নয় বলে বোধ হয়। তবে বর্ষা না নামলে সর্বনাশ। এর মধ্যে যা ক্ষতি হবার হয়ে গেল। সেটার আর পূরণ সম্ভব নয়। গ্রামের মানুষরা হতাশ হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে জমি নির্ভর পরিবারগুলির অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়বে। এক কঠিন বৎসরের পদধ্বনি যেন শোনা যাচ্ছে।

বর্ষা এসেছে বেতারে। দূরদর্শনের পর্দায়। প্রায়ই কানে বাজছে বর্ষা ঋতুর বহুশ্রুত গানগুলি। সেদিন রাত্রে জ্যৈষ্ঠ মাসের মত গরম ছিল। আকাশ ছিল গনগনে। কোন হাওয়া ছিল না। জনৈক শিল্পীর কণ্ঠে তখন বর্ষা ঋতুর জোয়ার। 'আজি ঝর ঝর মুখর বাদর দিনে।' গ্রামের চাষীরা বা গৃহস্থেরা হয়তো তখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে ভরা বর্ষার। সারা মাঠে ধান রোয়ার কাজ চলছে। মাট-ঘাট জলে থৈ থৈ। খাল পুকুর জলে টই টম্বুর। সত্যি, কি মিষ্টি সে স্বপ্ন।

মণি সেন

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বাসযাত্রীদের দুর্ভোগ

গত কিছুদিন থেকে সাগরদীঘি রুটে 'জয়তারা' নামের বাসটি না চলায় ঐ রুটের যাত্রীরা ভীষণ কষ্টের মধ্যে পড়েছেন। ঐ বাসটি রঘুনাথগঞ্জ থেকে সাগরদীঘি হয়ে বহরমপুর যাওয়ার প্রথম বাস। এবং ঐ পথে সন্ধ্যায় ফেরার শেষ বাস। ঐ বাসটির বিকল্প কিছু ব্যবস্থা আর টি এ কর্তৃপক্ষ এখনও করেন নি। ফলে মনিগ্রাম ও সাগরদীঘি ষ্টেশনে ট্রেন ধরারও ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আর টি এ'র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

জনৈক বাসযাত্রী, সাগরদীঘি

বামফ্রন্ট সরকার কেমন সরকার ?

বুদ্ধদেব ভাদুড়ী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা'—এই বুর্জোয়া শ্লোগানটিই আজ তাদের মূল হাতিয়ার। ধনতন্ত্রের অসমান উন্নতির ফলে পুঁজিবাদী শিবিরের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলে সেই দ্বন্দ্ব থেকেই উদ্ভূত হয়েছে শ্লোগানটি। শোষক শ্রেণীরই একাংশের শ্লোগান এটি। তাই দেখা যায় অনেকগুলো রাজ্য যেখানে ক্ষমতায় আছে বুর্জোয়া জমিদারের প্রতিনিধি সরকার তারাও এই শ্লোগানকে সমর্থন করছে। অথচ রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা পেকেই (যা নেই বলে আক্ষেপ করছেন ডঃ অশোক মিত্র) বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গকে সোনার রাজ্যে পরিণত করে দেবেন এই ভ্রান্ত মোহের দিকেই টেনে নিয়ে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে। ১৯৭৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'বামপন্থী ফ্রন্টের সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচীতে' তা। 'কেন্দ্রের কাছে আমাদের সুপারিশ' অধ্যায়ে 'কেন্দ্রের জনতা সরকারের কাছে কয়েকদফা পারলামেনটারী সংস্কারের দাবি, না, ঠিক দাবি নয়, আবেদন রেখেছেন, যার প্রধানতম হল 'গণতান্ত্রিক অধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তির মর্যাদাবোধ সুনিশ্চিত করার জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ। অথচ জনতা সরকারের শ্রেণীচরিত্র হল ইন্দিরা গান্ধী সরকারের মতই বুর্জোয়া জমিদার' যা কি। কোনদিন জনসাধারণকে প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা দিতে পারে না। 'পুঁজিবাদী সমাজে আমরা পাই কাটাছেঁড়া, হতচ্ছাড়া, জালকরা একটা গণতন্ত্র, যা কেবল ধনীদের জন্য, অল্পাংশের জন্য। ...কেবল কমিউনিজমই দিতে পারে সত্যসত্যই পরিপূর্ণ গণতন্ত্র। ...কেবল কামউনিস্ট সমাজেই স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব হয়?' (রাষ্ট্র ও বিপ্লব) তাই গণতন্ত্রের পূজারী জনতা সরকার ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যপ্রদেশে বাইলাডিলায় শ্রমিকদের গুলি করে হত্যা করে, কানপুর স্বদেশী কটন মিলস্‌এ আর একটি জালিয়ানওয়ালাবাগ সৃষ্টি করে, অথচ আমাদের শ্রমিক দরদী বামফ্রন্টের মার্কসবাদীরা এর প্রতিবাদ পর্যন্ত করেন না, বরং জনতা সরকারকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা প্রেমিক সরকার বলেই ঘোষণা করেন, কেননা 'বামপন্থী পার্টিগুলির নীতি হচ্ছে...কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য করা' এবং 'বামপন্থী দলগুলি ও জনতা পার্টির (বুর্জোয়া-জমিদারদের পার্টি—লেখক) মধ্যে যে সমঝোতা (লক্ষ্য করুন—লেখক) হয়েছিল তা অব্যাহত রাখা ও তাকে আরও শক্তিশালী করা জনস্বার্থেই প্রয়োজন। বুর্জোয়া-জমিদারদের সঙ্গে বামফ্রন্টের মার্কসবাদীদের যে সমঝোতা হয়েছে সেটা আমাদের কষ্ট করে আর প্রমাণ করতে হল না। তাই দেখি তারাও তাদের বন্ধু জনতা সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ডক শ্রমিকদের হত্যা করেন' মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন করেন ; বিদ্যুৎ সংকট, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ আন্দোলনের ওপর বামফ্রন্টের পুলিশী তাণ্ডব (১৫ জুন ১৯৭৯) চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে এমনকি শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ জানানোর গণতান্ত্রিক অধিকারটুকু পর্যন্ত এরা অস্বীকার করে। এরা আজ এতদূর নির্লজ্জ যে এই পুলিশী আক্রমণের পক্ষে ওকালতি করে বামফ্রন্টের নেতার বৈরতন্ত্রী কণ্ঠ শোনা যায় —'আন্দোলনের পথ ফুলে ঢাকা পথ নয়। সরকারের বিরোধিতা করবো, আইন মানব না, অথচ কোন অসুবিধেই হবে না তা তো কখনও হতে পারে না।' (সত্যযুগ ১৯-৭-৭৯)

বামফ্রন্ট অশান্তি চায় না, শান্তি চায় ; সংগ্রাম চায় না, সমঝোতা চায় ; আন্দোলন চায় না, উৎপাদন চায়। কেননা দেশে তো এখন সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন চলছে! তাই আত্মসন্তুষ্টি নিয়ে তারা লেখেন—'সর্বক্ষেত্রেই পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ। শান্তিপূর্ণভাবেই সভা-সমাবেশ মিছিল চলছে। ...মূল্যবৃদ্ধি ও কয়েকটি অত্যাবশ্যক পণ্যসামগ্রী অমিল হয়ে যাওয়ায় জনমনে বিক্ষোভ থাকলেও (সত্যি?) তারা সংযত ও শান্তিপূর্ণ মনোভাব বজায় রেখেছেন সর্বত্র। অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনও সংযতভাবেই করা হয়েছে। বামফ্রন্ট পরিপূর্ণ শান্তির সরকার। 'আমাদের সরকারের নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়—আমরা নাকি শিল্পে শান্তি চায় না।—এটা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা শিল্পে শান্তি চাই, উৎপাদন বাড়াতে বলি, আমরা শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সৌহার্দ্যই চাই। বামফ্রন্ট সরকার কোনমতেই শিল্পক্ষেত্রে অনর্থক কাজ বন্ধ করার পক্ষপাতি নয়, যখন তখন ধর্মঘটও সমর্থন করে না।' (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখপত্র 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায় ২৬ জানুয়ারী ১৯৭৯ সংখ্যা, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ডানলপ কারখানায় ভাষণ।) বামফ্রন্টের শ্রমনীতি হল এই শ্রমিক-মালিকের সৌহার্দ্য অর্থাৎ শ্রেণী সমঝোতা করা শিল্পনীতি হল শিল্পে শান্তি রক্ষা করা আর ও উৎপাদন বাড়ানো। [চলবে]

'জিস্‌কা বিবি মোটি'

দুর্মুখ

'জিস্‌কা বিবি মোটি' টেপে বাজছে লাওয়ারিশের গান, অমিতাভ বচ্চনের কণ্ঠে। তার সাথে সাথে কোমর দুলিয়ে নেচে নেচে কণ্ঠ মিলাচ্ছে ক'জন। আর এক পাশে টেবিলে মাথা রেখে ফুল মোশানে ঘুরন্ত পাখার নীচে নিদ্রিত কয়েকজন। পাশের ঘরে সুপার সাহেবের ঘন ঘন রিং হচ্ছে ফোনের; তিনি অবিরত ফোন তুলছেন আর নামাচ্ছেন। অবশেষে বিরক্ত হয়ে স্বগতোক্তি করলেন—দুত্তেরি, জ্বালাতন হ'য়ে গেলাম।

এই হলো যে অফিসটির রোজনামচা, সেই অফিসটির নাম—রঘুনাথগঞ্জ···। নামটা অপ্রকাশই থাক। নাম প্রকাশ করলে প্রকাশকের বিপদ হতে পারে। হয়তো প্রেতদলের প্রেতচক্ষু তার উপরে পড়তে পারে। ফলং—অতিরিক্ত দাবীপত্র প্রাপ্তি: ৩০/৪০ স্থলে ১৩০/১৪০। আরে মশায় আপনাদিকেও বলিহারি যাই। এই ভীষণ খরা চলছে। গায়ের ঘাম দরদর করে ঝরে পড়ছে; আরাম করে হাওয়া খান যখন তখন মনে থাকে না? ওটা তো মশাই মেশিন। ওর রিডিং-এ ফাঁকি দেওয়ার স্কোপ কোথায়? প্রতি মাসে ৩০/৪০ উঠে বলে কি অফুরন্ত হাওয়া খেলেও সেই একই থাকবে? ওটা কি আপনার ভয়ে ১৩০/১৪০ হবে না? কি বলছেন তা নয় সব দোষ ওদেরই। ওরা সব মাসে রিডিং নেয় না তাই দু'তিন মাসের ওই ফাইণ্ডিং এর বোঝা আপনার ঘাড়ে চাপে। তা হলেও হতে পারে, তা বলে কি এই ভীষণ গরমের মাঝেও অফিসের বিনি পয়সার হাওয়া ছেড়ে আপনার বাড়ী দৌড়ুতে হবে নাকি? চাকরী করছে বলে কি মাথা কিনে রেখেছেন? কি বলছেন—রিডিং নেওয়ার বিশেষ ভাতা নিয়েছে ওরা। তা নিয়েছে তো কি হয়েছে? ওতো সরকারের টাকা, তাতে আপনার কি? বিশেষ ভাতা কি কেউ নেয় না? আজকাল তো সবাই বিশেষ ভাতা নেয়। সরকারী অফিস থেকে পার্টি অফিস পর্য্যন্ত বিশেষ ভাতা নেওয়ার রেওয়াজ চলছে। বিশেষ ভাতাই যদি না নেবে তাহলে ওই টেপ কেনার, স্ফূর্তি করার পয়সা দেবে কে? আপনি দেবেন? আর টেপ কিনে সেটা না বাজিয়ে, গান না শুনে, স্ফূর্তি না করে আড্ডা ছেড়ে এর বাড়ী তার বাড়ী ঘুরে বেড়াবে নাকি মশাই? ওসব নালিশ ফালিস মশাই ফুলিশেই করে। আপনার কপালে দুর্ভোগ আছে মনে হচ্ছে। ভুলে যাবেন না যখন ডিউটিতে লোক নাই বলে আপনার বাড়ী কেউ যাবে না। তখন ফলং—আঁধারে গরমে বাস, করতে হবে হাঁসফাঁস। তখন মন বলবে এর চেয়ে ১৩০/১৪০ বরং ভাল।···

আরে সুপার কি করবে? সুপারের সুপার আছে না? নেতারা আছে কি করতে? বেশী বেশী করলে কাজ বন্ধ করে. 'আমাদের দাবী মানতে হবে' বলে দল বেঁধে বের হতে কতক্ষণ লাগবে; মাসে মাসে চাঁদা দিচ্ছে না? সে পয়সাটা কি জলে দিচ্ছে? চুপ করে থাকুন মশাই। বিদ্যুতের বিল যদি বিদ্যুৎ গতিতে না বাড়বে, আপনার বুকে বৈদ্যুতিক শকই না লাগবে তবে বিদ্যুৎ কিসের? সাবধান ওদের সঙ্গে বিরোধ বাধাবেন না। তাহলে ফল হবে বিষময়। লোডশেডিং ছাড়াও অন্ধকারে বাস। অতএব মশায় হাসি মুখে সহে যান। কাউকে জানাতে যাবেন না পয়সা বেশী লাগার কথা। আপনারা যদি দু'এক টাকা বেশী না দেন তবে ওদের ওই বাড়তি পয়সা সংকার দেবেন কোথা থেকে? ওরা অফিসে আসে যায় তার জন্য বেতন পায়, আর কাজ করলে বাড়তি ভাতা পায়। আপনার দেরই তো আপনজন ওরা। ওদেরকে একটু সুখে থাকতে দিন। কোমর দুলিয়ে নাচতে দিন। সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে দিন—

জিস্‌কা বিবি মোটি .....

প্রকাশ্যে খুন

ধুলিয়ান: গত ১১ জুলাই সন্ধ্যায় স্থানীয় রিক্সা ষ্ট্যাণ্ডে রিক্সা চালক সত্যনারায়ণ তেওয়ারীকে ধারালো হেঁসো দিয়ে ফজলু হক নামে এক দুর্বৃত্ত আক্রমণ করলে রিক্সা চালকটি ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পুলিশ দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন সন্ধ্যায় ধুলিয়ান রিক্সাচালক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এক মৌন মিছিল মৃতদেহ নিয়ে শহর পরিক্রমা করে। হত্যার কারণ কিছু জানা যায়নি।

নতুন তথ্য অফিসার

রঘুনাথগঞ্জ: জঙ্গিপুরের মহকুমা তথ্য আধিকারিক সুভাষকান্তি চক্রবর্তীকে কালনায় বদলি করা হয়েছে। গত এক বছর যাবৎ ঐ দায়িত্বে থাকলেও মাত্র মাস দুয়েক তিনি জঙ্গিপুরে ছিলেন। এ নিয়ে দু'দুবার তদন্তে তার মাস মাইনাও কেটে নেওয়া হয়। সুভাষবাবুর জায়গায় এবারে তথ্য অফিসার হয়ে জঙ্গিপুরে এলেন সৌরেন দাস। তিনি কালনা থেকে এখানে কাজে যোগ দিয়েছেন।

তদন্ত হয়ে গেল

ধুলিয়ান: কিছুদিন পূর্বে 'জঙ্গিপুর সংবাদ'এ ধুলিয়ান ল্যাব সেন্টারে এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্রটিযুক্ত একটি কর্মা মেসিন ক্রয়ের সংবাদ প্রকাশ পেলে এবং স্থানীয় আর এস পি পার্টি এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সম্প্রতি এল, ডি, ও কে, সি, মিত্র ও এ্যাক্সটেনশন অফিসার ধুলিয়ান ল্যাব সেন্টারে আসেন। সঙ্গে তাঁরা উক্ত মেসিন সরবরাহকারীকেও নিয়ে আসেন। সকলের সম্মুখে পরীক্ষার জন্য মেসিনটি চালু করলে মেসিনটির ১টি গুরুত্বপূর্ণ পার্টস ভেঙে যায় এবং ফাউনডেশনে ফাটল দেখা দেয়। সব দেখেশুনে এল, ডি, ও মেসিনের পার্টস পরিবর্তন ও ফাউনডেশন পুনরায় নতুনভাবে তৈরী করে মেসিনটি ব্যবহার উপযোগী করার নির্দেশ দেন। মজার কথা, কিছুদিন হয়ে গেল কিন্তু এখনও মেসিনটি ক্রটিমুক্ত হয়নি।

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস

ষ্টোন মার্চেন্ট এণ্ড গভঃ কনট্রাক্টর

পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী

ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্যাসার ইউনিট

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে ষ্টোন চীপস্, বোল্ডার, ষ্টোন সেট,

পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন: অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭

ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।

এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮ তাং ২৪-৩-৭০

পানে ও আপ্যায়নে

চা ঘরের চা

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোন—৩২

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

দেশ-বিদেশের সাম্প্রতিক সংবাদে আর মনমাতানো গানে গানে ভেসে চলা একটি নাম

ইনভিমেট (এস)

ভারতের যে কোন স্থানে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণের জন্য বিশ্বস্ত বাস সার্ভিস।

যোগাযোগের ঠিকানা—

নিমাই সাহা

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

ইঞ্জিন বিক্রয়

কুপার ২৬ হর্স পাওয়ার একটি ইঞ্জিন চালু অবস্থায় বিক্রয় হইবে। সত্বর যোগাযোগ করুন।

আবুল হাসনাৎ

পোঃ হড়হড়ি, মুর্শিদাবাদ)

'প্রিণ্টোফ্লেক্স' কোম্পানীর ১নং পলিথিনের বিভিন্ন সাইজের বালতি, বালতি-ব্যাগ, গ্লাস, মগ, প্লেট, সোপকেস প্রভৃতি দ্রব্য সুলভ মূল্যে খুচরা ও পাইকারী রেটে পাওয়া যায়।

টি, চক্রবর্তী

বাগানবাড়ী

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

॥ কৃষি সংবাদ ॥

পাট চাষীদের উদ্দেশ্যে

১। পাট চাষীগণকে জানানো যাইতেছে যে, তাহারা অবিলম্বে নিজ নিজ এলাকার তহশীলদারদের নিকট নাম নথীভুক্ত করে জুট কার্ড সংগ্রহ করেন। অবশ্যই ৩১শে জুলাই এর মধ্যে।

২। এই কার্ড আগামী তিন মরশুম চলবে। প্রত্যেক বছর নবীকরণ করাইতে হইবে। যত্ন সহকারে কার্ড রাখুন।

৩। কোন ডুপ্লিকেট কার্ড দেওয়া হইবে না। এই কার্ড হস্তান্তর যোগ্য নহে। যদি কেহ কার্ড হস্তান্তরিত করেন—হস্তান্তরিত ব্যক্তি বা যার নিকট কার্ড পাওয়া যাবে, উভয়েই শাস্তি প্রাপ্ত যোগ্য। এমন কি পাটও বাজেয়াপ্ত হইতে পারে।

৪। প্রতি পক্ষকালে দুই কুইন্টাল পাট বিক্রয় করিতে পারিবেন।

৫। জেলায় ক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। আপনার নির্দিষ্ট ক্রয় কেন্দ্র কোনটি জেনে নিন। কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকের নিকট থেকে।

৬। সরকার থেকে বিনা মূল্যে কার্ড দেওয়া হইতেছে। অধিক তথ্য সরবরাহর দায়িত্বও আপনার। ভুল তথ্য প্রমাণ হইলে শাস্তি যোগ্য।

আরো খবরের জন্য স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

খরায় ক্ষতির পরিমাণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সেখানকার আদা, কচু, আউশ ধান, বীজতলার বীজ শুকিয়ে গিয়েছে। সব জমিই শুকনো খট খটে। যারা কৃষির উপর নির্ভরশীল তাদের অবস্থা ভয়াবহ। গত বছর ভাল ধান ও রবিশস্য হয়নি তাই গত বছরের যথেষ্ট টান ছিল। ইতি মধ্যে ছোট চাষীরা গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী যার যা ঘরে আছে বিক্রী করতে শুরু করে দিয়েছে। অনেকে জমি বন্ধক দিয়েছেন। সকলের মনে হতাশার ভাব। সরকারী কোন সাহায্য এখনও পৌছায়নি।

মিহির মণ্ডলের সংযোজন ঃ গত শনি ও রবিবার সিদ্ধিকালী গ্রামের অঞ্চল প্রধান অনিল মুখার্জির বাড়িতে প্রায় আড়াইশ দিন-মজুর 'ভাত দাও কিংবা কাজ দাও' এই দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। মাঠে বর্ষা নেই, চাষ আবাদ বন্ধ। মাটি-কাটাও গ্রাম-পঞ্চায়েত থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে দিন-মজুর ও কৃষিজীবী মানুষ জীবনযাপনের জন্য জলের অভাবে হাঁস, মুরগী ছাগল, গরু বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। অনেক গ্রামের মহাজনদের কাছে ঘটি বাটি চড়া সুদে বন্ধক রেখে অর্থ-খাবার সংগ্রহ করছেন। মহকুমার গ্রাম বাংলায় সর্বত্র এই ছবি। গাঁয়ের মানুষ শাকপাতা কচুর ডাঁটা কলাই-এর আটা খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করছেন। খরা আক্রান্ত বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে দেখা গিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল পঞ্চায়েত ও ব্লক উন্নয়ন সংস্থা থেকে কোনরূপ ত্রাণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। রাজনৈতিক নেতারা, মাতব্বরা গা ঢাকা দিয়েছেন। তক্ষকের এক বৃদ্ধের মত, 'চোত বোশেখের খরায় তালের রস আর লালতা শাক খেয়ে দিন কাটিয়েছি, আর এখন তাও পাওয়া যায় না। বিলের জল খেয়ে থাকতে হচ্ছে।'

হোমগার্ডদের অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়ম ভেঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে এবং তাকে নাকি ভেড়া চড়ানোর কাজে লাগানো হয়েছে। এক গ্র্যাজুয়েট হোমগার্ড বাড়ির জল তুলতে অস্বীকার করায় পুলিশ ইন্সপেক্টর অন্যায়ভাবে তার মে মাসের ১৭ দিনের মাইনা কেটে নিয়েছেন। ৩০ মে বিকেলে গাড়ীঘাটে ডিউটিরত এক হোমগার্ডকে লাঞ্ছিত করেছেন। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, সুতি থানার হোমগার্ড অফিসার অমিয় দাসকে কয়েকটি অভিযোগের ভিত্তিতে ফরাক্কা থানায় বদলি করা হয়। এর আগেও এক-বার অমিয়বাবু হোমগার্ড বিভাগ থেকে বিতাড়িত হন। পুলিশ ইন্সপেক্টর প্রভাব খাটিয়ে তাকে রঘুনাথগঞ্জে মহকুমা হোমগার্ড অফিসার করার জন্য নাকি এ্যাডিশনাল এস পি'র কাছে জোর সুপারিশ করেছেন। এ ব্যাপারে হোমগার্ডদের পক্ষ থেকে তদন্তের দাবী তোলা হয়েছে।

ব্যবসা চালাচ্ছে পুলিশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সিংজী রাজবংশী পাড়ায় খুলেছেন চোলাই মদের কারবার। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে সেখানে নাকি বেহেড অবস্থায় দেখা যায় বলে গ্রামবাসী সূত্রে অভিযোগ মিলেছে।

প্রতীক ধর্মঘট

রঘুনাথগঞ্জ ঃ ২০ জুলাই—গতকাল সারা পঃ বঙ্গের সঙ্গে রঘুনাথগঞ্জ থানার ৩০টি গ্রামে সরকার নির্ধারিত মজুরী চালু করা, অবিলম্বে খাদ্য ও কাজের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ক্ষেত মজুররা এক'দনের প্রতীক ধর্মঘট করে। পরে এলাকার ক্ষেত মজুররা কৃষক সভার নেতৃত্বে উপরোক্ত দাবীগুলো পূরণের জন্য রঘুনাথগঞ্জ শহর পরিক্রমা করে ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও বিডিওর কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন।

বিদ্যালয়ে চুরি

জঙ্গিপুর ঃ গত ১৬ জুলাই জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পাঁচটি বৈদ্যুতিক পাখা চুরি হয়েছে। এর মধ্যে ১টি পাখা ভগ্ন অবস্থায় বিদ্যালয়ের পিছনে পাওয়া গিয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, তিন বৎসর পূর্বে এই বিদ্যালয়ে তিনটি পাখা চুরি হয়েছিল। চুরির ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মহাবীরতলার একটি ছেলেকে পুলিশ সন্দেহজনকভাবে গ্রেপ্তার করেছে।

পরলোকগমন

জঙ্গিপুর ঃ গত ১৬ জুলাই গুরুব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য এখানে তাঁর বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তিনি সি পি আই (এম) পার্টির একজন দৃঢ়ী সমর্থক ছিলেন। তাঁর পুত্র মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য সি পি আই (এম) মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্য এবং জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক। জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে প্রয়াত ভট্টাচার্য্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

আবার ডাকাতি

সাগরদীঘি ঃ গত ১৮ জুলাই রাত্রে এই থানার হরিরামপুর গ্রামের সত্যনারায়ণ ব্যানার্জীর বাড়ীর প্রধান দরজা কুড়াল দিয়ে ভেঙে দুর্বৃত্তরা গৃহে প্রবেশ করে। গৃহস্বামী চীৎকার করলে দুর্বৃত্তরা দোতালায় উঠে। গৃহস্বামীর পুত্র তাদের বাধা দিলে দুর্বৃত্তরা কয়েকটি বোমা ফাটায়। বোমার আঘাতে গৃহস্বামীর পুত্র আহত হয়। বাসনপত্র ও কিছু রবিশস্য নিয়ে পালাবার সময় তারা বাড়ীর সদর দরজায় আগুন লাগিয়ে দেয়। এর পূর্বে ভূমিহর গ্রামেও এক ডাকাতির খবর পাওয়া গিয়েছে।

বাসের ধাক্কায় হোমগার্ড আহত

রঘুনাথগঞ্জ ঃ মালদহগামী রাষ্ট্রীয় পরি-বহণের একটি বাসের ধাক্কায় রঘুনাথ-গঞ্জ খড়খড়ি ব্রীজের কাছে শম্ভুনাথ দাস নামে এক হোমগার্ড আহত হন। তিনি সেখানে ডিউটি দিচ্ছি-লেন। তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাসটির বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সুরবল্লী কষায়

রক্ত পরিষ্কারক ও
বলবর্ধক

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।